চার্বাক দর্শন
চার্বাক দর্শন

# চার্বাক দর্শন

চার্বাক দর্শন হল নাস্তিক দর্শন। এই দর্শনে বেদ কে প্রামান্য গ্রন্থ বলে স্বীকার করা হয় না । চার্বাক দর্শন হল জড়বাদী দর্শন। চার্বাক গন চারটি মহাভূত – ক্ষিতি , অপ, তেজ , মরুৎ -এর সাহায্যে জগতের সৃষ্টি ও লয় ব্যাখ্যা করেন। চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমান। এবং যেহেতু ঈশ্বর প্রত্যক্ষযোগ্য নয় তাই চার্বাক দর্শনে ঈশ্বর অস্বীকৃত। চার্বাক দর্শন সুখবাদী নীতিতত্ত্বে বিশ্বাসী । এই নীতি তত্ত্ব অনুসারে ব্যক্তির দৈহিক সুখ একমাত্র কাম্য। সাধারন মানুষের ভাবনাচিন্তা এই দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে বলে দর্শনটিকে লোকায়ত দর্শন নামেও অভিহিত করা হয়।

# চার্বাক জ্ঞানতত্ত্ব

চার্বাক জ্ঞানতত্ত্ব সমগ্র চার্বাক দর্শনের যৌক্তিক ভিত্তি। চার্বাক জ্ঞানতত্ত্বের মূল কথা হল –

১। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমান ।

২। অনুমান প্রমান নয় ।

৩। উপমান , শব্দ ও প্রমান নয় ।

-অর্থাৎ চার্বাক মতে কেবল মাত্র প্রত্যক্ষের মাধ্যমেই আমরা যথার্থ জ্ঞান লাভ করে থাকি। অনুমান, উপমান, শব্দ প্রভৃতি প্রমান বা যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায় হতে পারেনা।

# প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমান

প্রমা বা যথার্থ অনুভব যার দ্বারা হয়, তাই হল প্রমান। চার্বাক জ্ঞানতত্ত্বের সিদ্ধান্ত হল প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমান। কারন প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞান সংশয় ও বিপর্যয় শূন্য । চার্বাক মতে ‘ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞান’ হল প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞান ইন্দ্রয় ও একটি অন্ত ইন্দ্রিয় মন যখন তার নিজ নিজ বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হয় তখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ হল সম্যক সাক্ষাৎ অনুভব এবং অনুমানাদি সমস্ত প্রমানের ভিত্তি স্বরূপ। চার্বাক মতে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের সাহায্যেই নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান পাওয়া যায়।

# অনুমান প্রমান নয়

চার্বাকগণ অনুমান কে প্রমান বলে স্বীকার করেন নি। কেননা অনুমান জ্ঞানকে যদি প্রমান বলতে হয় তবে তাকে সুনিশ্চিত হতে হবে, কিন্তু অনুমান জ্ঞান সংশয়াতীত নয়। চার্বাক গন অনুমানের বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন তাহল-

১। তাঁদের মতে অনুমানের ভিত্তি যে ব্যাপ্তি জ্ঞান তা প্রত্যক্ষ মূলক। যত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র বাহ্নিঃ এই ব্যাপ্তি জ্ঞানের জন্য বিভিন্ন অধিকরনে ধূম ও বহ্নির সাহচর্য প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন। কিন্তু তাঁদের মতে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। কেননা সমস্ত ধূম ও সমস্ত বহ্নির প্রত্যক্ষ হয় না।

২। তাঁদের মতে অনুমানের সাহায্যেও ব্যাপ্তি জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, কেননা অনুমান জ্ঞান ব্যাপ্তি নির্ভর আবার সেই ব্যাপ্তি জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অনুমান করলে অনাবস্থা দোষ দেখা দেয়।

৩। শব্দ প্রমানের সাহায্যেও ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় কেননা, শব্দ প্রমান হল আপ্ত ব্যক্তির বাক্য। এবং কোন ব্যক্তি যে আপ্ত ব্যাক্তি তা অনুমান করতে হয়। আর অনুমানের সাহায্যে ব্যপ্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় তাই শব্দ প্রমানের সাহায্যেও ব্যাপ্তি জ্ঞান সম্ভব নয়।

## উপমান প্রমান নয়

চার্বাক গন উপমানকেও প্রমান বলে স্বীকার করেননি। সাদৃশ্য জ্ঞান হল উপমান। তাঁরা বলেন উপমান স্থলে যদি প্রত্যক্ষ পদার্থের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পদার্থের জ্ঞান হয় তবে সেই জ্ঞান কে অনুমিতি বলা উচিত। কিন্তু অনুমান যেহেতু সঠিক জ্ঞান দিতে পারে না তাই উপমানকেও প্রমান হিসেবে গন্য করা যায় না।

# শব্দও প্রমান নয়

শব্দ প্রমান হল আপ্ত বাক্য বা বিশ্বাস যোগ্য ব্যক্তির বাক্য। এখন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বাক্যের ওপর নির্ভর করে যদি কোন বস্তুর জ্ঞান লাভ করা হয় তবে সেই জ্ঞান হবে অনুমান নির্ভর জ্ঞান, কেননা কোন ব্যক্তি যে বিশ্বাসযোগ্য তা কিন্তু তার আচরন থেকে অনুমান করতে হবে। আর যেহেতু অনুমানের প্রামান্য চার্বাক মতে অসিদ্ধ তাই শব্দ কেও প্রমান হিসেবে গন্য করা যায় না।

# THANK YOU

Presented by--

Department of Philosophy
Government General Degree College, Tehatta, Nadia.